দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ : 18 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ২

যৌন হয়রানির অভিযোগ

জাবি শিক্ষকের বিরুদ্ধে পুনঃতদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

৬ শিক্ষার্থীর বহিষ্কার অবৈধ

স্টাফ রিপোর্টার

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক সানোয়ার আলীর বিরুদ্ধে আনীত যৌন হয়রানির অভিযোগ পুনঃতদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে সানোয়ার আলীকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী ৬ শিক্ষার্থীর সাময়িক বহিষ্কারাদেশও অবৈধ ঘোষণা করেছেন। গতকাল (রোববার) বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন এবং বিচারপতি কামরুল পৃঃ ১২ কঃ ২

জাবি শিক্ষকের বিরুদ্ধে

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

ইসলাম সিদ্দিকীর ডিভিশন বেঞ্চ রুলের নিষ্পত্তি শেষে এ আদেশ দেন।

গত বছর ৩ মে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক সানোয়ার আলীর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনায় শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। তারা অভিযুক্ত শিক্ষককে বহিষ্কারের দাবি জানায়। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে লাঞ্ছিত করে। এ প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সানোয়ার আলীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করে। কিন্তু তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় সানোয়ার আলীকে অব্যাহতি দেয়া হয় ২০০৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর। এতে শিক্ষার্থীদের মাঝে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে ৬ শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। এদিকে জাবি'র নাট্যতত্ত্ব বিভাগের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত চেয়ে উচ্চ আদালতে রিট করেন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সুলতানা কামাল, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী, সিরাজুল ইসলাম, কর্মজীবী নারীসহ কয়েকটি সংস্থা। পরে রিটের পক্ষ হয় জাবি'র শিক্ষার্থী আইনুন্নাহার পুতুল, ফাহিমা শারমিন দীপ্তি, আঞ্জুমী ইসলাম শিপু, চিন্ময় গুপ্ত, সুপ্রিয়া দেবনাথসহ ৬ জন। দীর্ঘ শুনানি শেষে গতকাল আদেশ দেন হাইকোর্ট। আদেশে গত ১৪ মে হাইকোর্টের দেয়া যৌন হয়রানি সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষক সানোয়ার আলীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পুনঃতদন্তের নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে ৬ শিক্ষার্থীর বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা করেন। রিটের শুনানিতে ৬ শিক্ষার্থীর পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার সারা হোসেন এবং এডভোকেট রুহুল কুদ্দুস বাবু। সানোয়ার আলীর পক্ষে শুনানি করেন এডভোকেট সাইদুর রহমান।